নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র

এদিকে মক্কার কাফেররা যখন দেখলো মুসলমানরা সব মদীনায় চলে যাচ্ছে তখন তারা চিন্তায় পড়ে গেলো। তারা ভেবে দেখলো, মুহাম্মাদও যদি মদীনায় চলে যায় তাহলে মুসললমানরা অনেক শক্তিশালী হয়ে যাবে। তাদেরকে আর দমন করা যাবে না। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তারা এক জায়গায় একত্র হলো। জায়গাটার নাম ছিলো 'দারুন নাদওয়া'। কুরাইশরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো এখানেই করতো।

'দারুন নাদওয়া'য় একে একে বিভিন্ন গোত্রের নেতারা উপস্থিত হলো। কেউ বললো, মুহাম্মাদকে হাত পা বেঁধে ঘরে বন্দী করে রাখা হোক। কেউ বললো, 'তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।' শেষে আবু জাহল বললো, না, তাকে আর পৃথিবীতে রাখা যাবে না। একেবারে শেষ করে ফেলতে হবে।'

আবু জাহলের কথামতো মক্কার কাফেররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলো।

কাফেররা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ করে ফেলার সিদ্ধান্ত তো নিলো। কিন্তু তারা আবার ভয়ও পাচ্ছিলো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তো আর বসে থাকবে না। তারাও প্রতিশোধ নিতে পারে, এমনকি যুদ্ধও শুরু করে দিতে পারে।

সেজন্য তারা চিন্তা করলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য কুরাইশের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবককে বেছে নেওয়া হবে। কেউ প্রতিশোধ নিতে চাইলে বলা যাবে, তোমাদের গোত্র থেকেও তো একজন হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিলো। এ কথা শুনে আর কেউ প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

যে ভাবা সে কাজ। গভীর রাতে তারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেই তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরে ফেলার জন্য একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বন্ধুরা!

ভাবতে পারো, কী ভয়ঙ্কর অবস্থা!

আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন কতোটা আশঙ্কার মধ্যে আছে!

আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে আদেশ করলেন হিজরত করতে

বাইরে শত্রুরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া কি সম্ভব?

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে সবই সম্ভব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুঠো বালি নিলেন। তারপর কুরআন শরীফের একটি আয়াত পড়ে সেই বালি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরতে সেই বালি কাফেরদের চোখকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিলো। এই সুযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু নিজের ঘরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করার জন্য দু'টি উটও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সে উটগুলোতে চড়ে তারা রওয়ানা করলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন, একটু পরেই যখন কাফেররা জানবে তিনি নেই, তখন সবাই মিলে নিশ্চয় তাকে খুঁজতে বের হবে। সেজন্য তাঁরা মক্কা থেকে সামান্য দূরে সওর নামের একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

ঠিক ঠিকই কাফেররা যখন দেখলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নেই, তারা হন্যে হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে বের হলো। মক্কার চারদিকে তারা নিজেদের লোক পাঠালো।

ভয় পেয়ো না; আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

সওর পাহাড়ের গুহায় নবীজী তিনদিন লুকিয়ে থাকলেন। মক্কার মুশরিকরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে সে গুহার কাছাকাছি চলে এলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এখন আমাদের কী হবে? ওরা তো নিচে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, 'আবু বকর, ভয় পেয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

আল্লাহর উপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিলো অবিচল আস্থা। সেজন্য এতো মারাত্মক বিপদের সময়ও তিনি সামান্যও ভয় পাননি।

আল্লাহর উপর কেউ আস্থা রাখলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সাহায্য করলেন একজোড়া কবুতর আর মাকড়সার মাধ্যমে। তোমরা কি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছো যে, সামান্য কবুতর আর মাকড়সা কুরাইশদের কী করতে পারবে?

ঘটনা হলো– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে গুহায় প্রবেশ করার পর গুহার মুখে মাকড়সা জাল বানিয়ে রেখেছিলো। আর একজোড়া কবুতর এসে সেখানে ডিম পেড়ে তা দিচ্ছিলো।

কুরাইশরা ভাবলো, এ গুহায় যদি মুহাম্মাদ থাকতো তাহলে তো মাকড়সার জাল নষ্ট হয়ে যেতো, কবুতরের ডিমও ভেঙ্গে যেতো। এসব ভেবে কুরাইশরা সেখান থেকে চলে গেলো।

তিনদিন পর কুরাইশদের খোঁজাখুঁজি কিছুটা কমে এলো

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাযি. পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

ওদিকে কুরাইশরা খোঁজাখুঁজি কমিয়ে দিলেও চেষ্টা বন্ধ করেনি। তারা ঘোষণা দিয়েছে, 'মুহাম্মাদ অথবা আবু বকরকে যে ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে'।

এ ঘোষণা শুনে সুরাকা ইবনে মালিক নামের এক লোক তাদেরকে খুঁজতে বের হলো। সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে এক সময় সে তাদেরকে পেয়ে গেলো।

আর একটু হলেই সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে ফেলছিলো। কিন্তু তার আগেই তার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেলো। আর সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগলো। সুরাকা এই অবস্থা দেখে ভয়ে শেষ। সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেলো।

ইসলামের প্রথম মসজিদ হলো ‘মসজিদে কুবা’

মদীনায় যাওয়ার পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত কুবা নামক স্থানে কিছুদিন থাকলেন। সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম মসজিদ ছিলো। এ মসজিদ নির্মাণের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বড় বড় পাথর বহন করেছেন।

এখানে তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলে রাখি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যে বছর মদীনায় হিজরত করেছেন; সে বছরকে হিজরী সালের প্রথম বছর ধরা হয়। আমরা যে এখন রোযা রাখি, ঈদ পালন করি, কুরবানী আদায় করি –সব কিন্তু এই হিজরী সাল অনুযায়ীই করি। এখন চলছে হিজরী চৌদ্দশ’ তেতাল্লিশ সাল। তার মানে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার চৌদ্দশ’ তেতাল্লিশ বছর পর আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবনী পড়ছি। এরপর হবে চৌদ্দশ’ চুয়াল্লিশ সাল। এরপর পঁয়তাল্লিশ... এভাবেই চলতে থাকবে।

নবীর শহর মদীনা

তোমাদের মনে আছে তো? তখনও কিন্তু মদীনার নাম ছিলো ‘ইয়াসরিব’।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের কথা ইয়াসরিবের লোকেরা আগেই জেনে গিয়েছিলো। সেজন্য প্রতিদিন তারা শহরের বাইরে এসে নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। উঁচু উঁচু টিলায় চড়ে তারা দূর দিগন্তে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলার খোঁজ করতে লাগলো। শিশু কিশোররা গাছের উপর উঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে আনন্দ করতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ দূরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফেলাকে দেখা গেলো!

আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরে প্রবেশের সাথে সাথে সবাই আনন্দের তারানা গেয়ে উঠলো–

ত্বলা‘আল বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়্যাতিল ওয়াদা‘য়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু ‘আলাইনা
মা দা‘আ লিল্লাহি দা’...

এই তারানায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার লোকেরা চাঁদের সাথে তুলনা করেছিলো।

ভেবে দেখো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে ইয়াসরিবের লোকেরা কতো বেশি খুশী হয়েছিলো। কেমন অফুরন্ত শুকরিয়া তারা আদায় করেছিলো!

এরপর তাদের মধ্যে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। কে কার আগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে সেজন্য কাড়াকাড়ি শুরু হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমার উটনীটা যার ঘরের সামনে গিয়ে বসবে আমি তার ঘরেই উঠবো।'

চলতে চলতে উটনী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের কাছে এসে বসে পড়লো। ঘরটি ছিলো দোতলা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ঘরের নিচ তলাতে থাকতে শুরু করলেন।

তোমরা তো আগেই শুনেছো যে, মদীনার আগের নাম ছিলো ইয়াসরিব। নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আসার পর ইয়াসরিবের নাম হয়ে গেলো 'মদীনাতু-ন্নবী' বা 'নবীর শহর'। এটাকেই সংক্ষেপে বলে মদীনা।